বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ইইএফ ইউনিট

ইইএফ সার্কুলার নং-২৯ তারিখঃ ১৬/০৭/২০০৯ইং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সকল তফসিলী ব্যাংক
ও
সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-এজেন্ট হিসাবে এক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) এর কার্যক্রম ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর নিকট হস্তান্তর ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৬/৪/২০০৯ তারিখের অনুমোদনের সূত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-এজেন্ট হিসাবে এক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) এর কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আইসিবি'র নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে বিগত ১লা জুন, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি'র মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

উক্ত চুক্তিপত্র অনুসারে ইইএফ এর নীতি নির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্স মনিটরিং এর কাজ বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক সম্পাদিত হবে । পারফরমেন্স মনিটরিং এর আওতায় ইইএফ এর প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনসহ আইসিবি কর্তৃক প্রকল্প মঞ্জুরী ও তহবিল বিতরণ সংক্রান্ত কাজের তত্ত্বাবধানও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ।

চুক্তিপত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ

১) আইসিবিসহ অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়িত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক মঞ্জুরীপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের ইইএফ সহায়তা বিতরণ, পরিদর্শন, প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং,

ডকুমেন্টেশন, আইনগত কার্যক্রম, চলতি মূলধনের জন্য অনাপত্তি (NOC) প্রদান ইত্যাদি কাজ আইসিবি কর্তৃক সম্পাদিত হবে ।

২) আইসিবি ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়িত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত প্রকল্পসমূহের অবস্থা/সমাপ্তি প্রতিবেদন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন হতে আইসিবি'র নিকট প্রেরণ করবে ।

৩) আইসিবি ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়িত প্রকল্প, যেগুলোর মঞ্জুরীর বিষয়ে আইসিবি'র কোন ভূমিকা ছিল না সেগুলোর বিষয়ে কোন দাবী, মামলা বা অন্য কোন কার্যক্রমের জন্য আইসিবি দায়ী থাকবে না ।

চলমান পাতা....২

৪) আইসিবি ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেসব প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরীর সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় করা হয়েছে, সেসব প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে (Conclusively) দায়ী থাকবে । এসব প্রকল্প মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে আইসিবি'র কোন ভূমিকা না থাকায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন দাবী, কাজ (action), মামলা বা অন্যান্য প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থার (other proceeding) জন্য আইসিবি দায়ী থাকবে না ।

৫) এসব প্রকল্পের হিসাব নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্পের আইনগত কাগজপত্রাদি/চুক্তিপত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি মূল্যায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট সংরক্ষিত থাকবে ।

৬) অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইইএফ সহায়তা ছাড়কৃত প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কিত পর্যাবৃত্ত তথ্য (Periodical information) আইসিবি সংগ্রহ করবে । ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এরূপ তথ্য সংগ্রহের কাজে আইসিবিকে প্রয়োজনীয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে । এসব প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কে আইসিবি বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটকে অবহিত রাখবে ।

৭) ইতিমধ্যে ইইএফ সহায়তা ছাড়কৃত প্রকল্পসমূহের সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের বাই-ব্যাক আইসিবি'র মাধ্যমে সম্পাদিত হবে । এরূপ প্রকল্পসমূহের মূল্যায়নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যাদের মাধ্যমে ইইএফ সহায়তা ছাড় করা হয়েছে) শেয়ার বাই-ব্যাকের কেইসসমূহ আইসিবি'র নিকট প্রেরণ করবে । শেয়ার বাই-ব্যাক বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ আইসিবি অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটে জমা করবে ।

৮) বিবেচনার জন্য অপেক্ষমান নতুন প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনীতির অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নতুন পদ্ধতি/নীতির আওতায় পুনঃমূল্যায়ন ও মঞ্জুরীর জন্য আইসিবি তে প্রেরণ করা হবে ।

৯) এরূপ প্রকল্পের মঞ্জুরীর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইতিমধ্যে মঞ্জুরী সংক্রান্ত কোন অগ্রগতি সাধিত হয়ে থাকলেও আইসিবি এসব প্রকল্প মঞ্জুরীর প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু করতে পারবে ।

১০) আইসিবি ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেসব প্রকল্প ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরীর অর্থ হতে ইতিমধ্যে আংশিক সহায়তা গ্রহন করেছে, সেসব প্রকল্পের অর্থ ছাড় চলমান রাখার স্বার্থে অবশিষ্ট অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রসেস (Process) করতে হবে । অর্থ ছাড়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এরূপ বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আইসিবি'র নিকট প্রেরণ করবে । এরূপ প্রকল্পে পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বে আইসিবি প্রকল্পের পরিদর্শন ও অগ্রগতির মূল্যায়ন করতে পারবে । পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে আইসিবি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারবে । আইসিবি এরূপ প্রকল্পের অবস্থা (Project status) এবং সেগুলোতে ইইএফ সহায়তা বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত রাখবে ।

১১) ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্যোক্তাগণের নিকট হতে নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহনকরতঃ তা মূল্যায়নপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবনাসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইসিবি'র নিকট প্রেরণ করবে । বাংলাদেশ ব্যাংকের সাব-এজেন্ট হিসাবে আইসিবি ইইএফ পরিচালনা করবে । ইইএফ পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আইসিবি'র তত্ত্বাবধান করবে এবং পরামর্শ প্রদান করবে । আইসিবি কর্তৃক নতুন প্রকল্পে ইইএফ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে ঃ

১১.১) প্রকল্পটি আইটি বা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প হতে হবে ।

১১.২) অনিবাসী বাংলাদেশীগণের প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে । ইইএফ সহায়তা গ্রহনকারী কোন প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয় ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী হতে হবে ।

১১.৩) প্রকল্পটিকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হতে হবে ।

১১.৪) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা না হলে প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার পরিমাণ হবে মোট এক্যুইটির সর্বোচ্চ ৪৯% ।

১১.৫) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা হলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৩.৩৩% অথবা মোট ক্যুইটির ৪৯% এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম তা ইইএফ সহায়তা হিসাব দেয়া হবে ।

১১.৬) প্রকল্প মূল্যায়ন এবং উদ্যোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইইএফ অনুসৃত সকল নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসৃত হবে ।

১১.৭) ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরীর পূর্বে আইসিবি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিষয়ে আইনগত মতামত গ্রহণ, লিগ্যাল ডকুমেন্টেশন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করবে ।

১১.৮) কোন যোগ্য প্রকল্পের জন্য ইইএফ সহায়তার প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ সাপেক্ষে আইসিবি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে অর্থ প্রাপ্ত হবে ।

১১.৯) আইসিবি প্রকল্পসমূহের ফলো-আপ ও মনিটরিং করবে ।

১১.১০)ইইএফ সহায়তার বিপরীতে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের প্রাপ্ত লভ্যাংশের ৭৫% সরকারের পক্ষে আইসিবি এবং ২৫% প্রকল্প মূল্যায়নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য হবে । সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত লভ্যাংশ আইসিবি অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটে জমা করবে ।

১১.১১)ইইফ সার্কুলার নং-০৬, তারিখ-২৪/০৬/২০০২ এর অনুচ্ছেদ নং -৬ এর ৩ নং উপ-অনুচ্ছেদ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে ঃ

> "সমমূলধন সহায়তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি)" নামে সমপরিমাণ অঙ্কের শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে । সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি) এর পক্ষে সার্টিফিকেটসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে এবং ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি) এর পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত শেয়ার (সমূহ) বিক্রয়/হস্তান্তর করা যাবে না । এছাড়া সমমূলধন সহায়তা ভোগকালে কোন উদ্যোক্তার ধারণকৃত উক্ত কোম্পানীর শেয়ারসমূহও ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি) এর পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বিক্রয়/হস্তান্তর করা যাবে না ।"

১১.১২) প্রকল্পের উদ্যোক্তা/পরিচালকগণ কোম্পানী কর্তৃক সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহ ইইএফ সহায়তার ১ম বিতরণের তারিখ হতে তিন বছরের মধ্যে অভিহিত মূল্যে আইসিবি'র নিকট হতে বাই-ব্যাক করতে পারবে। প্রথম তিন বছরের মধ্যে শেয়ারসমূহ বাই-ব্যাক করা না হলে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ারের অভিহিত মূল্য ও ব্রেক-আপ মূল্যের মধ্যে যেটি অধিক সে মূল্যেই সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহ বাই-ব্যাক করতে হবে। বাই-ব্যাক বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আইসিবি অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটে জমা করবে।

১১.১৩) সমমূলধন সহায়তা ভোগকালীন সময়ে আইসিবি/সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোম্পানীর পর্ষদের সভায় বা শেয়ার হোল্ডারদের সভায় ইইএফ ডিভিশন (আইসিবি), এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবে।

১১.১৪) সমস্ত নিয়মাচার পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক আইসিবি'র বরাবরে অর্থ ছাড় করবে।

১১.১৫) ইইএফ সহায়তা মঞ্জুরীপ্রাপ্ত সকল কোম্পানী কর্তৃক সরকারের নামে শেয়ার ইস্যুকরণ ও ইইএফ সহায়তা গ্রহণ বিষয়ে আইসিবি/অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানীগুলোর মধ্যে সম্পাদিতব্য সকল চুক্তিতে ব্যয়কৃত অথবা ব্যয়তব্য সকল মূল্য (Costs), ব্যয় (Expenses), প্রশাসনিক ও আইনগত ফি কোম্পনী বহন করবে মর্মে প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর উল্লেখ থাকবে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্ব স্ব ইইএফ প্রকল্পসমূহসহ ইইএফ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে এখন হতে আইসিবি'র সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

এ যাবৎ জারীকৃত ইইএফ সার্কুলারে বর্ণিত অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিষয়টি অবহিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১৬৩৬৫০